উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ,এইচ,এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী
এবং
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

জেল আপীল নং-৫৮৮/ ২০০৭

জসীম মিরা
--------- দন্ডিত-আপীলকারী
বনাম
রাষ্ট্র
----------প্রতিবাদীপক্ষে

রায় প্রদান ঃ ১৪ মার্চ ২০১১ইং।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা একটি জেল আপীল, বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ, দ্বিতীয় আদালত পটুয়াখালী, দায়রা ৩৩/০৫ নং মামলায় যাহা পটুয়াখালী থানার মামলা নং-১৫ তারিখ ২২/১০/২০০৩ হইতে উদ্ভুত, তাহাতে ৪ জন আসামীর মধ্যে (১) মোঃ সোহেল, (২) মোঃ মনির হোসেন কে খালাস প্রদান এবং (৩) নাসির মিরা (পলাতক) ও বর্তমান আপীলকারী জসিম মিরাকে দন্ডবিধিরি ৩৮৫ এবং ৪৪৮০ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেককে ৫(পাঁচ) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০০০/-(এক হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করিলে দন্ডিত-আপীলকারী জসিম মিরা যথাযথ কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারাগার হইতে অত্র আপীল দায়ের করেন।

যাহা যথাসময়ে তথা ২৩/০৭/২০০৭ ইং তারিখে শুনানীর জন্য গৃহীত হয় এবং নিম্ন আদালতের নথি তলব করা হয়।

আপীলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, সংবাদদাতা ১ নং সাক্ষী মোঃ আঃ রাজ্জাক ২২/১০/২০০৩ ইং তারিখে তাঁহার গ্রামের ডাঃ নুরুল হক এবং চৌকিদার মোঃ হাবিব মৃধাকে সঙ্গে নিয়া পটুয়াখালী সদর থানায় আসিয়া এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, ঘটনার পূর্ব হইতেই ১। নাছির মীরা, ২। জসীম মীরা তাহাকে দাবাইয়া ধমকাইয়া আসিতেছে এবং ৫০,০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করিয়া আসিতেছে, চাঁদার টাকা না দিলে বসত বাড়ীতে থাকিতে দিবেনা বলিয়াছে। এই ব্যাপারে আশপাশ সাক্ষীদের জানাইয়া রাখিয়াছে। ঘটনার দিন ইং ২১/১০/২০০৩ দিবাগত রাত্র অর্থাৎ ২২/১০/২০০৩ রাত্র অনুমান ০১-৩০ মিনিট সময় আসামীরা বাদীর বসত ঘরের উত্তর পার্শ্বের বারান্দা দিয়া সিধ কাটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘরে থাকা সকলকে আটকাইয়া রাখে। তখন এজাহারকারী এবং তাহার ছেলে জব্বারকে আসামী নাছির, জসিম ভয়ভীতি দেখাইয়া বলে চাঁদার টাকা না দিলে বাড়ীতে থাকিতে পারবিনা, তখন তাহাদের সাথে আসামী সোহেল ও মনিরদেরকে কুপি বাতির আলোতে চিনতে পরিয়াছেন; আসামীদের চাপের মুখে নগদ ৬০০০/- টাকা, স্বর্ণালংকার অনুমান মূল্য ১৪০০০/-, পুরাতন ৩৫টি চিনামাটির প্লেট, যাহার অনুমান মূল্য ৩০০০/- একুনে ২৩০০০/- টাকা

চাঁদা বাবদ নিয়া যায়। ঐ সময় বসত ঘরের বাহিরে ৭/৮ জন চাঁদার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। যাবার সময় আসামীরা বাদীকে ও অন্যান্যদের শাসাইয়া চলিয়া যায়। এজাহারকারী এবং তাহার ঘরের লোকজনের কথাবার্তার শব্দে সাক্ষীরা আসিলে আসামীরা চাঁদার টাকা ও স্বর্ণ অলংকার ও চিনামাটির প্লেট নিয়া চলিয়া যায় ।

অতঃপর উক্ত মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে পটুয়াখালী থানার এস,আই মোঃ মোবারক আলী হাওলাদার এজাহার লিখেন এবং পটুয়াখালী থানার মামলা নং-১৫ তারিখ ২২-১০-২০০৩ উদ্ভব হয়। যাহার জি,আর নং-৪১৫/২০০৩ ধারা ৪৫৮/৩৮৫/৩৮৭ দন্ডবিধি। অতঃপর তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলাটি তদন্ত করিয়া ৩০-১২-২০০৩ তারিখে দন্ডবিধির ৪৫৮/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭ ধারায় ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা প্রমানিত হওয়ায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন, যাহার নং-২৮১।

অতঃপর মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য দায়রা জজ আদালতে আসিলে মামলাটি দায়রা মামলা নং-৩৩/২০০৫ হিসাবে নিবন্ধন হয় এবং বিচারের জন্য বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ, ২য় আদালত পটুয়াখালী বদলী হয়। তৎপর আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৩৮৫/৪৪৮ ধারার অভিযোগ গঠন করিয়া উপস্থিত আসামীদের পাঠ করিয়া শুনানো হইলে আসামী নাসির পলাতক থাকায় সে ছাড়া অন্য সকলে নিজেদের নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন।

মামলাটি প্রমানের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ হইতে অভিযোগপত্রের ১০ জন সাক্ষীর মধ্যে ৮ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হইয়াছে, যেখানে দন্ডিত আপীলকারীর পক্ষে কোন সাফাই সাক্ষী দেয় নাই বা পরীক্ষা করা হয় নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ১ নং সাক্ষী আব্দুর রাজ্জাক খাঁ যিনি সংবাদদাতা, তিনি জবানবন্দীকালে বলেন যে, ২১/১০/২০০৩ ইং তারিখে দিবাগত রাত ১$^{১}/_{২}$-২ ঘটিকার সময় আসামী নাসির, জসিম (আপীলকারী) তাহার ঘরের উত্তর পার্শ্বে সিঁধ কাটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার কাছে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা চাঁদা দাবী করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে মারধর করে এবং বলে চাঁদার টাকা না দিলে তাহাকে বাড়ী থাকিতে দিবে না। তাহার ঘরের কুপি বাতির আলোতে আসামীদের পরিস্কারভাবে চিনিতে পারিয়াছে। আসামীরা চাঁদা হিসাবে ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা, ১৪০০০/- (চৌদ্দ হাজার) টাকার স্বর্ণঅলংকার এবং ৩৫ খানা চিনামাটির প্লেট নিয়া যায়। তাহাদের ডাক চিৎকারে সাক্ষীরা আসিয়া ঘটনা দেখেন রাষ্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী এজাহার এবং এজাহারে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী ১ ও ১/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, দন্ডিত আপীলকারী জসিম এবং পলাতক আসামী নাসির ছাড়া অন্য কোন আসামীকে তিনি দেখেন নাই বা চিনেন নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ২ নং সাক্ষী, আব্দুল জব্বার খাঁ, যিনি ১ নং সাক্ষীর ছেলে বটে, তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ২১-১০-২০০৩ ইং তারিখে দিবাগত রাত ১$^{১}/_{২}$-২ টার সময় ঘটনাটি সংঘঠিত হয়। আসামী নাসির (পলাতক) ও জসিম (আপীলকাবী) সিঁধ কাটিয়া তাহাদের ঘরে অবৈধভাবে প্রবেশ করিয়া ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা চাঁদা দাবী করে। এদের সঙ্গে আরো লোকজন ছিল বাহিরে। কুপিবাতির আলোতে আসামীদের চিনিতে পারে। আসামীরা তাহার পিতার ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা, ১৪,০০০/- (চৌদ্দ হাজার) টাকার স্বর্ণালংকার, ৩৫ খানা চিনামাটির প্লেট জোর করিয়া নিয়া যায়। তাহাদের ডাক চিৎকারে সাক্ষীরা আসিয়া ঘটনা দেখে। খালাস প্রাপ্ত আসামী মনির ও সোহেল এর পক্ষে জেরাকালে এই সাক্ষী জানায় যে, আসামী নাসির (পলাতক) ও জসিম (আপীলকারী) কে দেখিয়াছে। অন্যান্য আসামী ছিল কিন্তু তাহাদেরকে দেখিতে পান নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নং সাক্ষী, মতলেব সিপাই, তাহার জবানবন্দীকালে বলেন যে, ২১/১০/২০০৩ ইং তারিখ রাত দেড়টার সময়ের ঘটনা, ঐ সময় জসিম (আপীলকারী) ও নাসির (পলাতক) বাদীর বাড়ীতে ঢোকে বলিয়া শুনিয়াছেন। ডাক চিৎকার শুনিয়া গিয়া দেখেন ১ নং সাক্ষীকে ডাকাতরা বাঁধিয়া রেখেছে। ১ নং সাক্ষীর নিকট চাঁদা দাবী করে এবং চাঁদার দাবীতে টাকা পয়সা ও মালামাল নিয়া গিয়াছে। আসামী জসিম (আপীলকারী) ও

নাসির উপস্থিত নাই। আসামী সোহেল ও মনির এর পক্ষে জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, জসিম ও নাসির এর কথা বাদীর নিকট শুনিয়াছেন ।

রাষ্ট্র পক্ষের ৪ নং সাক্ষী, আনোয়রা বেগম, যিনি ১ নং সাক্ষীর স্ত্রী, জবানবন্দীকালে বলেন যে, ২১/১০/২০০৩ রাত অনুমান দেড়টা/দুইটার ঘটনা, আসামী নাসির ও রশিদকে চিনিতে পারেন। আসামীরা সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকে তাহার স্বামীর নিকট চাঁদা দাবী করে। ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা, স্বর্ণালংকার নিয়া যায় চাঁদা বাবদ। অন্যান্য মালামাল নেয়। বেমালা (প্রচুর) মারপিট করে। তাহার স্বামী ১ নং সাক্ষীকে খুনের ভয় দেখায়। তাহার স্বামী এই মামলা করে। ডকে উপস্থিত আসামীদের তিনি চেনেন না। ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দা দিয়া সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকে দরজা খুলে দেয়। সাক্ষীকে কেহ জেরা করেন নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৫ নং সাক্ষী, মোঃ আঃ হক, ১ নং সাক্ষীর আর এক ছেলে, তিনি তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, ২১/১০/২০০৩ ইং তারিখে দিবাগত অনুমান রাত দেড়টার ঘটনা। আসামী নাসির ও জসিম ঘরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকিয়া চাঁদা দাবী করে ও মারপিট করে। ৬০০০/- টাকা, ১৪০০০/-টাকার স্বর্ণের অলংকার, সর্বমোট ২৩,০০০/- টাকার মালামাল নেয়। সে ঘরে ছিল। আসামীরা তাহাদের বাঁধিয়া ফেলে, আসামী নাসির ও জসিম (আপীলকারী)কে চেনে। তাহাদের সাথে আরো

আসামী ছিল। আসামী জসিম উপস্থিত আছে। সে ঘটনার সময় ছিল। এই সাক্ষীকে কেহ জেরা করেন নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬ নং সাক্ষী আব্দুর রব, তাহার জবানবন্দীকালে বলেন যে, ২২/১০/২০০৩ তারিখে রাত দেড় ঘটিকার ঘটনা। সে ডাকাডাকি শুনিয়া দৌড়ে গিয়া বাদীদের বাঁধা অবস্থায় দেখে। ঘরের পশ্চিম দিকে সিঁধ খোড়া দেখেন, যেখান দিয়া আসামীরা ঘরে ঢুকে নগদ ৬০০০/- টাকা, মালামাল, স্বর্ণালংকারসহ মোট ২৩,০০০/-টাকার মালামাল নিয়া যায়। আসামী জসিম ও নাসিরকে সে চিনে। জসিম ডকে উপস্থিত আছে। এই সাক্ষীকে কেহ জেরা করেন নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৭ নং সাক্ষী, সংবাদদাতার পুত্রবধূ জবানবন্দীকালে বলেন যে, ২১/১০/২০০৩ ইং তারিখে দিবাগত রাত দেড়টার ঘটনা। ঘটনার দিন ও সময়ে বারান্দার পূর্ব পার্শ্ব দিয়া সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকে আসামীরা চাঁদা দাবী করে। মারপিট করিয়া বাঁধিয়া রাখে। নগদ টাকা মালামাল ও স্বর্ণালংকারসহ মোট ২৩,০০০/- টাকার মালামাল নিয়া যায়। আসামীদের মধ্যে নাসির ও জসিমকে চিনিতে পারে। তাহাদের মধ্যে জসিম ডকে উপাস্থিত আছে। এই সাক্ষীকে কেহ জেরা করে নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৮ নং সাক্ষী এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে ১ নং সাক্ষী সংবাদদাতার মৌখিক জবানবন্দী মতে মামলা রজু করেন এবং এফ,আই,আর, ফরম পূরণ

করেন। তিনি মামলার তদন্তভার গ্রহণ করিয়া সরেজমিনে ঘটনা স্থান পরিদর্শন করেন। মামলার সংশ্লিষ্ট্র সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। খসড়া মানচিত্র এবং সূচীপত্র পৃথক পৃথক প্রস্তুত করেন। আলামত জব্দ করেন। সাক্ষীদের সামনে জব্দনামা প্রস্তুত করেন তাহাদের স্বাক্ষর নেন। সাক্ষীদের জবানবন্দী তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় তিনি চার্জসিট দাখিল করেন। ডকে দুই জন আসামী আছে বলে তিনি জবানবন্দীতে বলেন।

খালাসপ্রাপ্ত আসামী মনির ও সোহেল এর পক্ষে জেরাকালে বলেন যে, তিনি সরেজমিনে ৭দিন ধরিয়া তদন্ত করিয়াছেন, সাক্ষীদের জবানবন্দী ৪ দিন ধরে ঘটনাস্থলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া জানান। তিনি আসামীদের সাজেশন অস্বীকার করিয়া বলেন যে, সত্য নহে যে, তিনি ঘটনাস্থলে সাক্ষীদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন নাই। সত্য নহে যে, সত্যের বিপরীতে মিথ্যা চার্জশীট দাখিল করিয়াছেন। সত্য নহে যে আসামীরা নির্দোষ। আসামীরা মামলার বাদীর দাবীকৃত মতে বাদীর গৃহে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করে নাই। টাকা দাবী করে নাই; বাদীকে এবং অন্যান্য সাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখায় নাই এবং চাঁদা টাকা ও দ্রব্যাদি ছিনাইয়া নেয় নাই এই সকল সাজেশন অস্বীকার করেন।

আসামী নাসির মিরা ও আপীলকারীর পক্ষে কেহ জেরা করেন নাই। এই সাক্ষী কর্তৃক এফ,আই,আর ফরমে তাহার স্বাক্ষর, খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র জব্দনামা প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করেন।

অতঃপর সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণের পর উপস্থিত আসামীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে তাহারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করে এবং সাফাই সাক্ষী দিবেন না বলিয়া জানায়।

অতঃপর বিজ্ঞ দ্বিতীয় সহকারী দায়রা জজ পটুয়াখালী সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা, উভয়পক্ষের আইনজীবী মহোদয়দের যুক্তিতর্ক শুনানী শেষে আসামী সোহেল এবং মনিরকে নির্দোষ সাব্যস্তক্রমে বেকসুর খালাস দেন এবং আপীলকারী এবং পলাতক নাসির মীরকে দন্ডবিধির ৩৮৫ ও ৪৪৮ ধারায় অভিযুক্ত করে দন্ডবিধির ৩৮৫ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে প্রত্যেককে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০০০/- টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদানের আদেশ দেন। উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে দন্ডিত-আপীলকারী সংক্ষুব্ধ হইয়া কারাগার হইতে অত্র আপীল দায়ের করেন। আপীলকারীর বক্তব্য এই যে, তিনি গরীব অসহায় মানুষ। সূত্রে উল্লেখিত মিথ্যা ও যড়যন্ত্রমূলক মামলায় গত ৩০/০৫/২০০৭ ইং তারিখ হইতে দন্ডপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত দন্ডাদেশ ভোগ করার জন্য বর্তমানে পটুয়াখালী জেলা কারাগারে অবস্থান করিতেছে। সূত্রে উল্লেখিত মামলায় তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। বাদী তাহার প্রতি মিথ্যা এজাহার করিয়াছেন এবং সাক্ষীরা মিথ্যা সাজানো সাক্ষী প্রদান

করিয়াছেন বিধায় আদালত ক্ষিপ্ত হইয়া উক্ত দন্ডে দন্ডিত করিয়াছে। উচ্চ আদালতে নিরপেক্ষ সুবিচার পাইবার জন্য আবেদন করিতেছেন। প্রকাশ থাকে যে তিনি উক্ত মামলা সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং মামলা পরিচালনা করার মত কোন তৌফিক তাহার নাই।

অতএব, তাহার আকুল প্রার্থনা যাহাতে তাহার আপিল দরখাস্তখানা গ্রহণ করতঃ পুনরায় নিরপেক্ষ সুবিচার পাইয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা দানের প্রার্থনা করেন। যেহেতু আপীলটি নিস্পত্তির জন্য মাননীয় প্রধান বিচরপতি মহোদয়ের নির্দেশক্রমে আমাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে সেহেতু নির্দেশিত মতে আপীলটি নিস্পত্তি করিতে আমাদের কোন পক্ষের বিÁ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ করার সুযোগ নাই ।

আমরা এখন সাক্ষীদের সাক্ষ্য, এজাহার, চার্জশীট ও অন্যান্য উপাত্তগুলি বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব তর্কিত রায় ও আদেশ ন্যায় সঙ্গত কিনা এবং আপীলকারী আপীলের কোন সুবিধা পাইতে পারেন কিনা ?

১ নং সাক্ষী সংবাদদাতার মূল বক্তব্য ২১/১০/২০০৩ তারিখ দিবাগত রাত দেড়/দুই ঘটিকার সময় নাসির ও জসিম তাহার ঘরের উত্তর পার্শ্বে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করিয়া ৫০,০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করে, তাহাকে মারপিট করে, ঘরের কুপি বাতির আলোতে আসামীদের পরিস্কারভাবে চিনিতে পারে। আসামীরা চাঁদা হিসাবে নগদ ৬০০০/-টাকা, ১৪,০০০/-টাকার স্বর্ণালংকার,

৩৫ খানা চিনা মাটির প্লেট নিয়া যায়। জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন নাসির ও আপীলকারী ছাড়া অন্য কোন আসামীকে দেখেন নাই. বা চিনেন নাই।

২নং সাক্ষী আব্দুল জব্বার খাঁ, যিনি ২নং সাক্ষীর ছেলে। তিনি ঘটনার সময় ও তারিখ ২১/২০/২০০৩ দিবাগত রাত দেড়/দুই টার সময় বলিয়া ১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য দেন। আসামী নাসির ও আপীলকারী সিঁধ কাটিয়া তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া ৫০,০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করেন, তাহাদের সঙ্গে আরো লোকজন বাহিরে ছিল। কুপির আলোতে আসামীদের চিনিতে পারে। আসামীরা ভয়ভীতি দিয়া তাহার পিতার নিকট হইতে ৬০০০/- টাকা ১৪,০০০/- টাকার স্বর্ণালংকার এবং ৩৫ খানা চিনা মাটির প্লেট নিয়া যায়। জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, নাসির ও আপীলকারী ছাড়া অন্য কোন আসামীকে দেখিতে পায় নাই তবে অন্যান্য আসামী ছিল।

৩ নং সাক্ষী মতলেব সিপাহী একজন শ্রুত সাক্ষী তিনি ডাক চিৎকার শুনে গিয়া দেখেন যে, ১ নং সাক্ষীকে ডাকাতরা বাদীদের বাধিয়া রাখিয়াছে। শুনিয়াছেন। আসামীরা বাদীর নিকট চাঁদা দাবী করে। চাঁদার দাবীতে টাকা পয়সা ও মালামাল নিয়া যায়। আসামী জসিম ও নাসির উপস্থিত নাই। আসামী সোহেল ও মনির এর পক্ষে জেরাকালে বলেন যে, আসামী জসিম ও নাসির এর কথা বাদীর মূখে শুনেছেন।

৪নং সাক্ষী আনোয়ার বেগম যিনি ১নং সাক্ষীর স্ত্রী তিনি বলেন যে, রাত অনুমান দেড়টা/দুইটার ঘটনা, আসামী নাসির ও বশিরকে চিনিতে

পারেন। আসামীরা ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দা দিয়া সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকে। আসামীরা ৬০০০/- টাকা, স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মালামাল নিয়া যায়। ১নং সাক্ষীকে খুনের ভয় দেখায়।

রাষ্ট্রপক্ষের ৫নং সাক্ষী, মোঃ আঃ হক, ১নং সাক্ষীর আর এক ছেলে বলেন যে, ২১/১০/২০০৩ তারিখ দিবাগত রাত অনুমান দেড়টার সময় আসামী নাসির ও জসিম (আপীলকারী) ঘরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকে চাঁদা দাবী করে। মারপিট করে। সে ঘরে ছিল আসামীরা তাহাদের বাঁধিয়া ফেলে। আসামী নাসির ও জসিম (আপীলকারী)কে তিনি চেনেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬নং সাক্ষী, আব্দুর রব, যিনি একজন শ্রুত সাক্ষী, তিনি বলেন ২১/১০/২০০৩ তারিখ রাত দেড় ঘটিকার ঘটনা। তিনি ডাকাডাকি শুনিয়া গিয়া বাদীদের বাঁধ অবস্থায় দেখেন। ঘরের পশ্চিম দিকে সিঁধ খোড়া দেখেন। আসামী নাসির ও জসীম (আপীলকারী)কে তিনি ডকে সনাক্ত করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৭নং সাক্ষী ১নং সাক্ষীর পুত্রবধু। তিনি বলেন যে, ২১/১০/২০০৩ তারিখ দিবাগত রাত দেড়টার ঘটনা। বারান্দার পূর্ব পার্শ্ব দিয়া সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকিয়া আসামীরা চাঁদা দাবী করে। মারপিট করে বাধিয়া রাখে। মালামাল ও স্বর্ণালংকারসহ ২৩,০০০/- টাকার মালামাল নিয়া যায় আসামীদের মধ্যে নাসির ও জসীম (আপীলকারীকে) চিনিতে পারেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৮নং সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা, তিনি বলেন, তিনি সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌজদারী

কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। আলামত জব্দ ও জব্দতালিকায় সাক্ষীদের স্বাক্ষর নিয়াছেন। ৭ দিন ধরিয়া তদন্ত করিয়া ৪ দিন ধরিয়া সাক্ষীদের জবানবন্দী ঘটনাস্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া ঘটনা প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় চার্জশীট দাখিল করিয়াছেন। তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন তাহা অস্বীকার করেন।

১ নং সাক্ষী সংবাদদাতা ২ নং সাক্ষী ১ নং সাক্ষীর ছেলে, ৪ নং সাক্ষী ১নং সাক্ষীর স্ত্রী ৫ নং সাক্ষী ২ নং সাক্ষীর ছেলে তথা ১নং সাক্ষীর পৌত্র ৭ নং সাক্ষী ২ নং সাক্ষীর স্ত্রী তথা ১ নং সাক্ষীর পুত্রবধূ। ৩ ও ৫ নং সাক্ষী পার্শ্ববর্তী শুনা সাক্ষী। এখন দেখিব যে, সাক্ষীগণ পরস্পর তাহাদের সাক্ষ্যকে সমর্থন করিয়াছে কিনা ।

১ নং সাক্ষী তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, ঘরে উত্তর পার্শ্বে সিঁধ কাটিয়া আসামীরা ঘরে প্রবেশ করে। ২নং সাক্ষী বলেন যে, আসামীরা অবৈধভাবে ঘরে প্রবেশ করে। ৪ নং সাক্ষী ১ নং সাক্ষীর স্ত্রী বলেন যে, ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দা দিয়া সিঁধ কাটিয়া আসামীরা ঘরে ঢুকে দরজা খুলে দেয়। ৫ নং সাক্ষী ১ নং সাক্ষীর ছেলে বলেন যে, আসামীরা পশ্চিম পার্শ্বদিয়া সিঁধ কাটিয়া বাদীর ঘরে ঢুকে। ৭ নং সাক্ষী ১নং সাক্ষীর পুত্র বধু বলেন যে, আসামীরা পূর্ব পার্শ্ব দিয়া সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকে। এই সাক্ষীদের সাক্ষ্যে দেখা যায় ঘটনার ঘরে কোন দিক দিয়া সিঁধ কাটা হইয়াছে তাহাতে প্রত্যক্ষ

সাক্ষীগণ উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম দিকের কথা বলিতেছে তাহা পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে নাই বরং পরস্পর বিরোধী।

সকল সাক্ষীই প্রায় একই কথা বলিতেছেন যে, আসামীরা ৬০০০/- টাকা, ১৪০০০/- টাকার স্বর্ণালংকার এবং ৩৫টি চিনা মাটির প্লেট জোর করে নিয়া গিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে কোন আসামী কি নিয়াছে ১৪০০০/- টাকার স্বর্ণের অলংকার এর কোন ব্যাখ্যা কোন সাক্ষী প্রদান করেন নাই।

১ নং সাক্ষী বলেন যে, নাসির ও জসিম সিঁধ কাটিয়া তাহাদের ঘরে প্রবেশ করে। জেরাকালে বলেন যে, নাসির বা জসিম ছাড়া অন্যা কোন আসামীকে তিনি দেখেন নাই বা চিনে নাই। ২ নং সাক্ষীও বলেন যে, নাসির ও জসিম সিঁধ কাটিয়া তাহাদের ঘরে ঢোকে। এদের সঙ্গে আরো লোকজন বাহিরে ছিল। জেরাকালে বলেন যে, আসামী নাসির ও জসিমকে দেখিয়াছিল অন্যান্য আসামী ছিল কিন্ত তাহাদেরকে দেখিতে পাই নাই। যাহার অর্থ দাড়ায় এই দুই জন ছাড়া অন্য কোন আসামী ঘরে ঢোকে নাই। ৪নং সাক্ষী বলেন নাসির ও বশিরকে চিনিতে পারিয়াছেন। এক্ষেত্রে ৪ নং সাক্ষী নতুন করে বশিরের কথা বলিতেছেন। প্রত্যক্ষ সকল সাক্ষীর ভাষ্য অনুযায়ী সুস্পষ্ট যে, ঘরের মধ্যে দুইজন আসামী ঢুকে ছিল।

নাসির ও জসিম তথা তাহারা দুইজনই ৬০০০/- টাকা, ১৪০০০/- টাকার স্বর্ণালংকার এবং ৩৫টি চিনা মাটির প্লেট জোর করিয়া নিয়া যায়। এক্ষেত্রে কে কি নেয় তাহার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা কোন সাক্ষী দেয় নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬ নং সাক্ষী ব্যতীত সকল সাক্ষী ঘটনার সময় এবং তারিখ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করিয়াছেন। শুধুমাত্র ৬ নং সাক্ষী ঘটনার তারিখ ২১/১০/২০০৩ তারিখের পরিবর্তে ২২/০২/২০০৩ বলিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ সাক্ষী এবং শুনা সাক্ষী সকলেই বলিয়াছেন যে, আসামীরা সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকে। এই ক্ষেত্রেও সাক্ষীদের জেরার মধ্যে অসামঞ্জস্যতার দেখা যায়। ১ নং সাক্ষী বলেন যে, ঘরের উত্তর পার্শ্বে দিয়া সিঁধ কাটে। ৪,৫ ও ৬ নং সাক্ষী বলেন যে, পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া সিঁধ কাটে ৭ নং সাক্ষী বলেন যে, বারান্দার পূর্ব পার্শ্ব দিয়া সিঁধ কাটিয়া আসামীরা ঘরে ঢুকে। এক্ষেত্রেও ১,৪,৫,৬ ও ৭ নং সাক্ষীর সাক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় নাই। ৩নং সাক্ষী বলেন যে, তিনি গিয়া দেখেন যে, ডাকাতরা বাদীদের বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ৫নং সাক্ষী বলেন যে, তাহাদেরকে বাঁধিয়া রাখে। ৬ নং সাক্ষী বলেন বাদীদের বাঁধা অবস্থায় দেখেন। অন্য কোন সাক্ষী বলেন নাই যে, আসামীরা সাক্ষীদের বাঁধিয়া রাখেন। এক্ষেত্রেও আসামীরা ১-২, ৪-৭ নং সাক্ষীদের বেঁধে রাখিয়া ছিল তাহার প্রমান পাওয়া যায় না। ১নং সাক্ষী সংবাদদাতা আব্দুর রাজ্জাক খা (৭৫) ও ৪ নং সাক্ষী আনোয়ারা বেগম (৫৫) স্বামী-স্ত্রী, ২ নং সাক্ষী আব্দুল জব্বার খা (৩২) এবং ৭ নং সাক্ষী খাদিজা বেগম স্বামী-স্ত্রী ১ ও ২ নং সাক্ষীদের পুত্রবধু। ৫ নং সাক্ষী মোঃ আব্দুল হক (১৮) ১ ও ২ নং সাক্ষীদের পুত্র। তাহাদের দাবী তাহারা সকলে একটি. ঘরে ছিল এবং আসামীরা তাহাদের আটক করে উল্লেখিত ৬০০০/- টাকা, ১৪০০০/- টাকা স্বর্ণালংকার

এবং ৩৫টি চিনা মাটির প্লেট যাহার আনুমানিক মূল্য ৩০০০/- নিয়া যায়। সকল সাক্ষীর ভাষ্য হইতেছে আপীলকারী জসিম ও দন্ডিত নাসির তাহাদের ঘরে ঢুকে এবং কুপির আলোতে তাহাদের চিনিতে পারিয়াছে। কিন্তু কোন সাক্ষী বলেন নাই যে, আসামীদের নিকট কোন অস্ত্র-শস্ত্র কিংবা কোন ধারাল কোন কিছু ছিল। সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, ৩ ও ৫ নং সাক্ষী ব্যতীত সকলেই একই ঘরে ছিল, সেক্ষেত্রে কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া ৫ জন শক্তি সমর্থবান ব্যক্তিকে কিভাবে দুই জন আসামী বাঁধিয়া রাখিয়া অতি সহজে কোন গুরুতর জখম না করিয়া অতি সাবলীলভাবে উল্লেখিত ঘটনা ঘটাইয়া চিনা মাটির ৩৫টি প্লেট নিয়া নির্বিঘ্নে আসামীরা চলিয়া যাইতে পারে তাহা বোধগম্য নয়।

১ নং সাক্ষী সংবাদদাতার এজাহার পরীক্ষা করিয়া দেখায় যে, ঘটনার পরে তিনি যাহাদের সঙ্গে নিয়া থানায় এজাহার করিতে গিয়াছিলেন তাহাদের তথা ডঃ নুরুল হক ও চৌকিদার মোঃ হাবিব মৃধাদের এই মামলায় সাক্ষী করা হয় নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার খসড়া মানচিত্রের ঘটনার স্থানের সুনির্দিষ্ট কোন চিত্র দেখান নাই, ঘরের কোন স্থানে সিঁধ কাটা হইয়াছিল তাহা উল্লেখ নাই। জব্দ তালিকা তাহা প্রদর্শনী ৩/১---৩/৫ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে যেখানে দেখা যায় যে, জব্দকৃত আলামত হইতেছে একটি পিতলের কুপি বাতি, যাহা পুরাতন ব্যবহারী এবং ফিতাসহ। যেখানে আসামীরা সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকিয়া সাক্ষীদের বাঁধিয়া রাখিয়া আসামীরা এই ঘটনা ঘটাইয়াছে

সেখানে সিঁধ কাটার স্হান এবং কি দিয়া সাক্ষীদের বাধিয়া রাখিয়াছিল, তাহা তদন্তকারী কর্মকর্তা জব্দ করেন নাই, অধিকন্ত সিধঁ কাটার স্হান/পার্শ বিষয়ে সাক্ষীদের মধ্যে মতনৈক্য দেখা যাইতেছে সেখানে ঘটনার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।

১ নং সাক্ষীর দায়েরকৃত এজাহার, তদন্তকারী কর্মকর্তার চার্জশীট, খসড়া মানচিত্র, জব্দ তালিকা আমরা নিবিড়ভাবে পর্যালোচনাসহ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা কবিলাম। এজাহারে ১ নং সাক্ষী উল্লেখ করেন যে, আসামী নাসির মিরা ও জসিম মীরা তাহাকে দাড়াইয়া দমকাইয়া আসিতেছে এবং ৫০,০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইতিপূবে এই ব্যাপারে তিনি কোন জি,ডি কিংবা থানায় এজাহার দায়ের করেন নাই। তিনি আরো বলেন যে, আসামীরা ঘরের উত্তর দিকে সিঁধ কাটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া সকলকে আটকাইয়া ফেলে কিন্তু তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া ছিল এই কথা এজাহারে নাই।

এজাহারে ১নং সাক্ষী উল্লেখ করেন আপীলকারীসহ ৪ জন ঘরে ঢুকে যাহাদের কুপির আলোতে চিনিতে পারিয়াছেন কিন্তু জবানবন্দীকালে বলেন যে দন্ডিত নাসির ও জসিম মীর (আপীলকারী)কে চিনিতে পারিয়াছে। এখানে তিনি সম্পূর্ণভাবে তাহার এজাহার হইতে সরিয়া আসিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, যাহার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাইয়াছে। তাহা ছাড়া কুপির আলোতে

রাতের বেলায় আপীলকারীসহ আসামীকে চিনিতে পারার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

বিচারিক আদালতের বিজ্ঞ বিচারক আপীলকারীকে দন্ডবিধির ৩৮৫ ধারায় অভিযুক্ত করিয়া উল্লেখিত দন্ড প্রদান করিয়াছেন। উক্ত ধারার বিষয়বস্তু হইতেছে "যদি কোন ব্যক্তি জোর পূর্বক সম্পত্তি আদায় করিবার উদ্দেশ্যে কাহাকেও জখম করিবার ভয়ে অভিভূত করে কিংবা জখম করিবার ভয়ে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে .....।

> "Whoever in order to the committing of extortion, puts any person in fear, or attempts to put any person in fear, of any injury....."

এই ধারার তথ্য উপাত্তের প্রধান দিক হইতেছে জখম করিবার ভয় দেখাইয়া বা জখম করিয়া কোন সম্পত্তি জোর পূর্বক আদায় করা কিন্তু কোন সাক্ষী তাহাদের সাক্ষ্যে একথা বলেন নাই যে, আপীলকারীসহ দন্ডিতদের হাতে কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল যাহা দ্বারা তাহাদের জখমের ভয় দেখাইয়া বা জখম করিয়া কথিত মালামাল জোর পূর্বক নিয়া গিয়াছে। অন্য দিকে সকল সাক্ষী বলিয়াছেন যে তাহারা দুই জনকে ঘরের মধ্যে কুপির আলোতে দেখিয়াছেন। সেখানে একথা বিশ্বাস করা দুরুহ ব্যাপার যে, কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া কিভাবে কথিত দুইজন ব্যক্তি ৫ জন শক্তি সামর্থ ব্যক্তিকে এক ঘরে আটক করিয়া কথিত ঘটনা ঘটাইতে সক্ষম হইল। অধিকন্তু আপীলকারীসহ দন্ডিত ব্যক্তিদ্বয়

যদি এতই শক্তিশালী হইত তবে রাতের বেলায় কেন সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকিবে, যদিও সাক্ষীদের সাক্ষ্য মতে সিঁধ কাটার স্থান পরস্পরকে সমর্থন করেন নাই, সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে কেহ উত্তর, কেহ পূর্ব, কেহ পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া সিঁধ কাটার সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, যাহা পরস্পর বিরোধী। আরো উল্লেখ্য যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার খসড়া মানচিত্রে/সূচীপত্রে সিধঁ কাটার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেখান নাই। যাহা ঘটনাকে আরো সন্দেহ প্রবন করিয়া তোলে তাহার সুবিধা আপীলকারী পাইতে ন্যায়তঃ হকদার।

সর্বোপরি এজাহার ও চার্জশীটের সঙ্গে আদালতে প্রদত্ত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অমিল রহিয়াছে, যাহা পরস্পর বিরোধী, যাহার ফলে এই আপীলকারী বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে মামলাটি প্রমানে ব্যর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় ও বিবেচনাসহ মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইয়া ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আপীলকারীকে অত্র সাজা প্রদান করিয়াছেন, যাহা ন্যায়সঙ্গত নয় বিধায় রক্ষণীয় হইতে পারে না মর্মে এই আদালত বিশ্বাস করে।

এজাহারের কাহিনী থেকে সরে আসা, বিশেষ করিয়া ১,৪,৫,৬,৭ নং সাক্ষীদের আদালতে সাক্ষী হিসাবে একইরুপ সাক্ষ্য দেওয়ায় মামলাটি সন্দেহপ্রবন করিয়া তুলিয়াছে। সাক্ষীগণ বিশ্বাসযোগ্যতা হারাইয়াছে এর

বিষয়ে 3 BLC(HC) 382, 1 BLC (HC) 33 এর মামলার নজীর উল্লেখযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "It appears that subsequent deviation from the FIR story and the embellisment of the same by the eye witnesses namely ---------- at the trial makes the credibility of the witnesses doubtful."

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে ইহা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, রাষ্ট্রপক্ষ তাহাদের সাক্ষ্য প্রমানে মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যাহার সুবিধা আপীলকারী পাইতে ন্যায়তঃ হকদার যেহেতু আপীলকারীর আপীল মঞ্জুর হওয়ার যথেষ্ট উপাদান ও উপকরণ রহিয়াছে বলিয়া আমাদের অভিমত; সেহেতু আপীলটি মঞ্জুর হওয়ার ন্যায় সংগত এবং নিম্ন আদালতের রায় রদ ও রহিত হওয়ার যোগ্য।

অতএব,

ফলাফল,

উপরোক্ত অবস্থা ও কারণে আপীলটি মঞ্জুর করা হইল। বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ, দ্বিতীয় আদালত পটুয়াখালী কর্তৃক দায়রা ৩৩/২০০৫ নং মামলা যাহার জি,আর, নং-৪১৫/২০০৩, যাহা পটুয়াখালি থানার মামলা নং-১৫ তারিখ ২২/১০/২০০৩ ধারা ৩৮৫ দন্ড বিধি হইতে উদ্ভুত, তাহাতে প্রদত্ত ৩০/০৫/২০০৭ ইং তারিখের দন্ডাদেশ ও সাজার রায়

রদ ও রহিত করা হইল। আপীলকারী জসিম মীর সহ দন্ডিত নাসির মীর-কে উক্ত মামলার নির্দোষ সাব্যস্তক্রমে বেকসুর খালাস দেওয়া হইল। আপীলকারীর বিরুদ্ধে যদি অন্য কোন মামলায় আটক আদেশ না থাকে তবে তাহাকে অতিসত্ত্বর মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইল।

নিম্ন আদালতের নথি যথা শীঘ্রই ফেরৎ পাঠানোর আদেশ দেওয়া হইল।

বিচারপতি এ,এইচ,এম, শামসুদ্দিন চৌধুরীঃ

আমি একমত।